যায়যায়দিন

তারিখ ... 19 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

আসন সঙ্কট নেই, তবে ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কঠিন হবে

এম মামুন হোসেন

এইচএসসি পাসের পর বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের প্রথম লক্ষ্য থাকে সরকারি মেডিকেল কলেজ কিংবা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ভর্তি হওয়া। ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের পছন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এবার ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫১ হাজার ৪৬৯ জন শিক্ষার্থী। শুধু বিজ্ঞানেই জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৪ হাজার ৪৯২ জন। সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে আসন আছে ২ হাজার ১১০টি, আর বুয়েটে ৯৬৫টি। এ তথ্য থেকে বোঝা যায়, জিপিএ-৫ পেয়ে বিজ্ঞানের অনেক শিক্ষার্থীই তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। শুধু বিজ্ঞানেই নয়, আসন স্বল্পতার কারণে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। ভালো প্রতিষ্ঠানে চান্স পাওয়া নিয়ে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহীদের তীব্র প্রতিযোগিতায়

সংকট : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

সঙ্কট : আসন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নামতে হবে। তবে কলেজগুলোতে পর্যাপ্ত আসন থাকায় সার্বিকভাবে ভর্তির যে কোনো সংকট হবে না।

এদিকে বুয়েট, মেডিকেল এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি নিশ্চয়তা এবং পাস করা শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে চটকদার বিজ্ঞাপন দি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং সেন্টার। বুয়েট এবং মেডিকেল ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নিশ্চয়তা দিচ্ছে কো সেন্টারগুলো। তারা রাজধানীর ফার্মগেট, মৌচাক, পান্থপথ ও মোহাম্মদপুরসহ বিভি স্থানে কোচিং সেন্টার খুলছে। একই নামে সারাদেশে শাখা খুলে রমরমা বাণিজ্য করছে ভর্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে উচ্চশিক্ষার ফেরিওয়ালা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমানভাবে বাণিজ্যে নেমেছে। প্রতি বছর স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তিতে কোচিং সেন্টার এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ফাঁদ পেতে কোটি কোটি টাকা হাতি নিলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বিরুদ্ধে নীরব ভূমিকা পালনের অভিযোগ রয়েছে।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও বিষয়টি স্বীকার করে জানিয়েছেন, সারাদেশের কলেজগুলোসহ সব মিলিয়ে আসনের কোনো সমস্যা হবে না। বরং উত্তীর্ণ সবাই ভর্তি হলেও আসন পূরণ হবে না। তবে এটা ঠিক, মানসম্মত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা হবে। সব প্রতিষ্ঠানের মান বৃদ্ধি করতে পারলেই সমস্যার সমাধান হবে। তারা সেই চেষ্টাই করছেন। অন্তত যারা পাস করবে, তারা সবাই তো আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে না।

মন্ত্রী বলেন, উচ্চশিক্ষা সব দেশেই প্রতিযোগিতামূলক। সব শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেয়া সম্ভব নয়। বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রকাশিত এইচএসসি এবং সমমানের পরীক্ষার ফলাফলে সারাদেশে ১০টি বোর্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭ লাখ ২১ হাজার ৯৭৯ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ৮টি বোর্ডে এইচএসসিতে পাস করেছে ৫ লাখ ৬৭ হাজার ৯৪০ জন। ১০টি বোর্ডের অধীনে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬১ হাজার ১৬২ জন। পাসের হার এবং জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা গতবারের চেয়ে বেড়েছে। গতবছরের চেয়ে এবার পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৭১৮ জন। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী বেড়েছে ২১ হাজার ৩৯৩ জন। ৮টি বোর্ডে এইচএসসিতে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫১ হাজার ৪৬৯ জন। জিপিএ-৫ পাওয়া এসব উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষার জন্য ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চেষ্টা করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে এমবিবিএসসহ স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসহ আসন সংখ্যা তিন লাখের কাছাকাছি। ডিগ্রি কলেজগুলোতে পাসকোর্সে রয়েছে দেড় লাখের মতো আসন। ফাজিলে রয়েছে আরো বেশ কিছু আসন। এর বাইরে কিছু মাদ্রাসায় সম্মান কোর্স চালু করা হয়েছে।

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশে এখন ৩২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এখনো তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেনি।

জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কলেজগুলো বাদে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন আছে প্রায় ৪০ হাজার। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন আছে ৬০ হাজারের কিছু বেশি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী পাওয়া গেলেই শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়ে থাকে। বর্তমানে নতুন অনুমোদন পাওয়া ৮টিসহ সারাদেশে ৬২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ অনার্স কলেজগুলোতে প্রথম বর্ষে আসন সংখ্যা প্রায় দুই লাখ। তবে প্রতি বছর এই সংখ্যা বাড়ে। আর ডিগ্রি (পাস) কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রী পাওয়া গেলেই সাধারণত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। অনেক ডিগ্রি কলেজ কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক শিক্ষার্থী পায় না।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব মতে, সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে আসন রয়েছে ২ হাজার ১১০টি। আর বেসরকারি মেডিকেলে আসন রয়েছে ৩ হাজার ৬১০টি। বুয়েটে আসন রয়েছে ৯৬৫টি। এছাড়া অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে আরো কয়েক হাজার আসন।

সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, সব মিলিয়ে আসন সংকট না হলেও ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোতে তীব্র প্রতিযোগিতা করে আসন পেতে হবে শিক্ষার্থীদের। তাই ভালো ফলাফল করেও শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটছে না। আসন স্বল্পতার কারণে কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ মিলবে না।

সংশ্লিষ্টদের ধারণা, প্রতি বছরের মতো এবারো তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি আসনের জন্য লড়তে হবে। এমনকি সাধারণ কলেজগুলোতেও ভর্তি হতে সমস্যায় পড়বে শিক্ষার্থীরা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে রীতিমতো 'ভর্তিযুদ্ধ' চলে। আর এই ভর্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে গড়ে উঠেছে এক শ্রেণীর কোচিং সেন্টার।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইউসিসি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং ছাত্রপ্রতি ৯ হাজার ৪০০ এবং ইউনিএইড ও ফোকাসসহ বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ৭০০০-৮৫০০ টাকা নিচ্ছে। রাজধানী ছাড়াও বিভিন্ন জেলা-উপজেলা, এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। গলাকাটা ফি আদায় করা এসব কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে রয়েছে নানা রকম অভিযোগ।

পাশাপাশি ভর্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে উচ্চশিক্ষার ফেরিওয়ালা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাণিজ্যে নামে, যারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি মৌসুমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর আউটার ক্যাম্পাস খুলে সার্টিফিকেট বাণিজ্য বন্ধে হার্ড লাইন গ্রহণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন যথেষ্ট ব্যয়বহুল। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মতো উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল ক্যাম্পাস, প্রোগ্রাম এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে লিপ্ত রয়েছে। শুধু দারুল ইহসান এবং এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়েরই সারাদেশে শতাধিক ক্যাম্পাস রয়েছে।

অভিযোগ আছে, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতারণা বন্ধে ইউজিসি শক্ত কোনো ভূমিকা পালন করেনি। অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইউজিসি কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কোনো বিজ্ঞাপনও প্রচার করা হয়নি। লাখ লাখ টাকা দিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা ইউজিসিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়নের দাবি জানালেও এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি ইউজিসি। ব্যাঙের ছাতার মতো আউটার ক্যাম্পাস খুলে সার্টিফিকেট বাণিজ্য করলেও একটি আউটার ক্যাম্পাসও বন্ধ করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষার অবস্থা আরো বেগতিক। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার মান নিয়ে খোদ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি তাদের সংশয় প্রকাশ করলেও এ ব্যাপারে সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস পড়তে ১৫-২০ লাখ টাকা খরচ করেও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।